তুঁতচারা উত্তোলন, রোপণ ও রোপণোত্তর পরিচর্যা

তুঁতচারা রোপণোত্তর পরিচর্যা

- রোপণকৃত চারাকে ৬ ফুট বাঁশের খুঁটির (১ ফুট মাটির নীচে ও ৫ ফুট মাটির উপরে) সাপোর্ট দিয়ে সূতলী দ্বারা ৩টি স্থানে বাঁধন দিতে হবে;
- রোপণকৃত চারার কুঁশি বের হওয়ার পর ৬ ফুট উপরে টপ কাটিং করতে হবে। টপ কাটিংয়ের ১ ফুটের মধ্যে কমপক্ষে ৫টি কুঁশি রেখে নীচের কুঁশিগুলো ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে দিতে হবে;

- চারা লাগানোর ৩/৪ মাস পর পর প্রয়োজনীয় মাত্রায় গাছ প্রতি ২৮ গ্রাম টিএসপি, ৫৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৮ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে;
- প্রতি বছরে অন্তত একবার গাছ প্রতি ২/৩ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে;
- চারার গোড়ার মাটিতে রস না থাকলে পানি সেচ দিতে হবে;
- প্রয়োজনমত ২/১ মাস পর পর মাটি খুঁড়ে দিতে হবে;
- চারা গাছ রোগ বালাই, পোকা মাকড় ও গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে;

ঠিকানা	কার্যক্রম
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বালিয়াপুকুর, রাজশাহী অফিস: ০২৫৮৮৮৫৫৮১৬	প্রধান কার্যালয়
রাজশাহী রেশম কারখানা (রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে) রাজশাহী ম্যানেজার: ০১৭১১১১৮০২২০	সিল্ক শো-রুম ও বিক্রয় কেন্দ্র
জেডিপিসি ভবনের নিচতলা ফার্মগেট, ঢাকা ডিডি, ঢাকা: ০১৭১১১১৮০২২১	
www.silkbsdb.com	অনলাইন রেশম পণ্য বিক্রয়

যোগাযোগ

০২৫৮৮৮৫০৬৮৭ ০২৫৮৮৮৬০৭৬২

ওয়েবসাইটঃ www.bsb.gov.bd

ইমেইলঃ bsb.raj.bd@gmail.com dg@bsb.gov.bd

অর্থায়নে: "বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

মুদ্রণে: অগ্রণী অফসেট প্রিন্টার্স

মোঃ আতিকুর রহমান

উপপরিচালক (বীজ)

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

তুঁতচারার বৈশিষ্ট্য

- সতেজ, সবল, পরিপক্ক ও নিরোগ হতে হবে;
- তুঁতচারার উচ্চতা ৮-১০ ফুট হতে হবে এবং গোড়া হতে ২ ফুট উপরে ১.৫ ইঞ্চির বেড় থাকতে হবে;
- পরিপক্ক তুঁতচারার রং খয়েরী হতে হবে;

তুঁতজমি নির্বাচন

- সমতল এবং উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে;
- মাটির বুনট দোঁআশ, বেলে-দোঁআশ ও পলি-দোঁআশ হতে হবে;
- জমিতে সেচের সুবিধা থাকতে হবে;
- পানি জমে না এমন ধরনের জমি নির্বাচন করতে হবে;
- মাটির P^H ৬.২-৬.৮ হতে হবে;
- ছায়াযুক্ত বা কলকারখানা আছে এমন জমি নির্বাচন করা যাবে না;
- জমিতে ৯-১৩ ঘন্টা সূর্যালোক থাকতে হবে;
- তামাক জমির পাশে তুঁতজমি নির্বাচন করা যাবে না;

তুঁতচারা উত্তোলন

- তুঁতচারা জমিতে রসের পরিমান বেশি থাকলে চারা উত্তোলন করা যাবে না;
- তুঁতচারা উত্তোলনের সময় শিকড় ও কান্ডের বাকল অক্ষত রাখতে হবে;

- উত্তোলিত তুঁতচারার শিকড় কমপক্ষে ৯ ইঞ্চি রাখতে হবে;
- তুঁতচারার মাদার কাটিংস কাটা যাবে না এবং অক্ষত রাখতে হবে;
- তুঁতচারা উত্তোলনের সময় ধারালো কোদাল ব্যবহার করতে হবে;

তুঁতচারা সংরক্ষণ

- উত্তোলিত তুঁতচারা সাথে সাথে বান্ডিল করে রাখতে হবে;

- বান্ডিলকৃত তুঁতচারা ছায়াযুক্ত জায়গায় খাড়া অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে;
- এসময় বান্ডিলের চারপাশে কচুরিপানা অথবা আগাছা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে;
- উত্তোলিত তুঁতচারা ২(দুই) দিনের মধ্যে রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে;

তুঁতচারা রোপণ পদ্ধতি

- তুঁতচারা রোপণের ১৫ দিন আগে ১.৫ ফুট দৈর্ঘ্য, ১. ৫ ফুট প্রস্থ এবং ১.৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন গর্ত করতে হবে;
- প্রতি গর্তে ২ কেজি গোবর, ২৫ গ্রাম টিএসপি এবং ১৫ গ্রাম এমওপি সার ঝুরঝুরে মাটির সাথে মিশিয়ে ১৪/১৫ দিন ফেলে রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকে;
- গর্ত মাটি দিয়ে ভরাট রাখতে হবে। রোপণের সময় গর্তের মাটি উলট-পালট করে চারা রোপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গর্তে পর্যাপ্ত রস থাকতে হবে;

- যদি মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকে তবে সাথে সাথে গর্ত করে রোপণ করতে হবে;
- রোপণের পর গাছ প্রতি পরিমিত মাত্রায় ইউরিয়া সার ৫০ গ্রাম করে গাছের ৯ ইঞ্চি দুর দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে;
- ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ এর দ্রবণে তুঁতচারার শিকড় জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে;
- চারার গোড়ার অংশ মাটির ৯ ইঞ্চি গভীরে পুঁততে হবে;
- চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪ হাত বা ৬ ফুট হতে হবে;
- মাটি ঝুরঝুরা করে গর্তের মাঝখানে চারা লাগাতে হবে এবং চারা লাগানোর পর মাটি ভালভাবে চেপে দিতে হবে;